যুগান্তর

তারিখ : 3 JUN 2012
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

পাঠ্যবই ছাড়াই ক্লাসে যেতে হবে একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের

মুশতাক আহমদ

একাদশ শ্রেণীর পাঠ্যবই নিয়ে এবারও অপেক্ষা করছে মহাকেলেংকারি। আগামী ১ জুলাই ওই শ্রেণীর পাঠদান পর্ব শুরু হবে সারাদেশে। শিক্ষার্থীরা যাবে ক্লাসে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের পাঠ্যবই-ই তৈরি এবং ছাপানো হয়নি।

অন্যদিকে এবারও শিক্ষার্থীদের হাতে নকল বই তুলে দেয়ার পাঁয়তারা চালাচ্ছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। এইচএসসির বাংলা ও ইংরেজি বই এই প্রতিষ্ঠানটির বাজারে ছাড়ার কথা। কিন্তু অভিযোগ রয়েছে, নকলবাজদের কাছ থেকে অবৈধ আর্থিক সুবিধা নিয়ে তারা চাহিদা মতো বই বাজারে ছাড়ে না। বিগত চার বছর ধরে এমনটি করে আসছে এনসিটিবি। এবারও সেই দক্ষতা পূরণে কাজ করে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে তারা এখনও পর্যাপ্ত বই ছাপেনি। ফলে বইয়ের অভাবে হাহাকার সৃষ্টি হবে। সেই সুযোগে নকল বই কিনতে বাধ্য হবে শিক্ষার্থীরা।

২০০৮ সালে তারা এই শ্রেণীর জন্য দেড় লাখ ইংরেজি আর পৌনে দুই লাখ বাংলা বই ছাপে। সেই বইগুলো এখনও রয়েছে। প্রতি বছর শিক্ষাবর্ষ শুরু হলে এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তখন বই ছাপানোর ধুয়া তোলে তারা। কিন্তু তা বিক্রি আর করে না। এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সাফাই গেয়ে থাকে যে, তাদের বই কেউ কিনছে না। কিন্তু বই বিক্রির জন্য তারা এজেন্ট বা পরিবেশক নিয়োগ করে না। এছাড়া বই বিক্রির অন্য কোনও চেষ্টাও করে না। ফলে প্রতিবছর সরকার ১৮ থেকে ২০ কোটি টাকা রাজস্ব বঞ্চিত হচ্ছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, চলতি বছরও রহস্যজনক কারণে সেই পথেই হাঁটছে এনসিটিবি। অথচ নকল বই প্রতিরোধ ও সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতে এবার 'বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি' এগিয়ে এসেছে। বাংলাবাজারে প্রকাশ্যে নকল বই বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে। এ নিয়ে তাদের এক সদস্য সন্ত্রাসীদের চাপাতি হামলারও শিকার হয়েছেন। এরপরও এনসিটিবি সেই নকলকারীদের সুযোগ করে দিতে একদিকে নতুন বই ছাপছে না, অন্যদিকে মূল বইয়ের আড়ালে যাতে নকল বই বাজারজাত করতে পারে, সে লক্ষ্যে নকলকারীর কাছে কিছু কিছু মূল বই বিক্রি করছে এনসিটিবি।

> ক্লাস শুরুর বাকি ২৭ দিন

পুস্তক প্রকাশক সমিতির সভাপতি আলমগীর শিকদার লোটন যুগান্তরকে বলেন, 'মোটা অংকের আর্থিক প্রলোভন থাকা সত্ত্বেও আমরা বাংলাবাজারে নকল বই বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছি। শুধু তাই নয়, প্রতিরোধ করতে গিয়ে আমাদের এক সদস্য আহত হয়েছেন। কিন্তু এনসিটিবি নকলবাজদের উৎসাহিত করছে। তাদের কাছে ১০-১৫ হাজার করে বই তুলে দিচ্ছে এনসিটিবি। এর আড়ালে আরও লাখ লাখ বই সারাদেশে পাচার হচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা এনসিটিবিকে বলেছি, যদি এজেন্টরা বই না কেনে বা পরিবেশক না পান তাহলে আমাদের সমিতির মাধ্যমে আপনারা বই বিক্রি করুন। সারাদেশে আমাদের সদস্যদের মাধ্যমে বই বিক্রি করে দেব। এবার প্রায় ১১ লাখ ছাত্রছাত্রী ভর্তি হবে উচ্চ মাধ্যমিকে। প্রয়োজনীয় বই ছাপুন। কিন্তু এনসিটিবি কথা শুনছে না। তিনি বলেন, প্রথমত পর্যাপ্ত বই না ছাপানো, দ্বিতীয়ত নকলকারীদের কাছে মূল বই বিক্রি করা আর তৃতীয়ত প্রস্তাব দেয়া সত্ত্বেও তাদের মাধ্যমে বই বিক্রি না করায় প্রমাণিত হয়, এনসিটিবির কর্তাব্যক্তিরা নকলকারীদের কাছ থেকে পারসেন্টেজ পেয়েছে।

এবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় মোট উত্তীর্ণ হয়েছে ১৩ লাখ ১ হাজার ৭৮৮ জন। এর মধ্যে এসএসসিতে পাস করেছে ৯ লাখ ৮৬ ছাড়াই : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৮

ছাড়াই : পাঠ্যবই

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হাজার ৬৫০ জন। এছাড়া দাখিল পরীক্ষায় পাস করেছে ২ লাখ ৪১ হাজার ৫৭২ জন এবং কারিগরি বোর্ডে ৭৩ হাজার ৫৬৬ জন। সাধারণত এসএসসি পাসের পর মাদ্রাসা ও কারিগরি স্তরের অনেক শিক্ষার্থী কলেজে ভর্তি হয়। সে হিসাবে নতুন শিক্ষাবর্ষে ১১ লাখ শিক্ষার্থী একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। এছাড়া একই বাংলা এবং ইংরেজি বইয়ে এইচএসসি, মাদ্রাসার আলিম ক্লাসে পাঠদান করা হবে।

প্রকাশক সমিতির নেতারা জানান, নকলবাজরা ফি-বছর বই ছাপ করে থাকে। এ নিয়ে পত্রিকায় রিপোর্ট হলেও রহস্যজনক কারণে মন্ত্রণালয়ও চুপ থাকে। অন্যদিকে সরকারি প্রতিটি বইয়ের দাম ৪৫ টাকা। কিন্তু নকলকারীরা তাদের বইয়ের দাম করেছে ৫৬ টাকা। এর বাইরে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির ডিউপার্টের দাম তো রয়েছেই। পুলিশ জানিয়েছে, সম্প্রতি প্রকাশক সমিতির সহায়তায় তারা বাংলাবাজারকেন্দ্রিক নকল বইয়ের একটি সিন্ডিকেটের হোতাকে ধরতে পেরেছেন। কিন্তু আরও তিনটি সিন্ডিকেট বাংলা এবং ইংরেজি বই নকল করে বাজারে ছেড়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। এর বাইরে গাইড ব্যবসায়ীদের গাইডে সরকারি বই জুড়ে দেয়ার ঘটনা তো রয়েছেই। কিন্তু এনসিটিবির আন্তরিকতা না থাকলে কোন নকল বা জালিয়াতি কখনোই ঠেকানো সম্ভব নয়।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা কামালউদ্দিন বর্তমানে আমেরিকা সফরত আছেন। ২৫ জুন তিনি দেশে ফিরবেন। এ ব্যাপারে এনসিটিবির সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র পাল বলেন, তারা যে দেড় লাখ ইংরেজি ও পৌনে ২ লাখ বাংলা বই ছাপিয়ে রেখেছেন তা বিক্রি হচ্ছে। সরাসরি ব্যক্তি এবং লাইব্রেরিয়ানের কাছে বিক্রি হচ্ছে। এজেন্ট এবার এখনও নিয়োগ দেয়া হয়নি। এখন সে সময়ও নেই। তবে তারা মূল বই ৩০ ভাগ কমিশনে বিক্রি করছি। তিনি এরচেয়ে বেশি কিছু বলতে রাজি হননি।

সৃজনশীলের বই প্রস্তুত হয়নি : এদিকে এইচএসসিতে এবার বিজ্ঞান, মানবিক এবং বিজনেস স্টাডিজের মোট ২১টি বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু হবে। বর্তমানে যারা একাদশ শ্রেণীতে পড়ছে তারা ৫টি বিষয়ে সৃজনশীল পড়ছে। নতুন চালু হওয়া সৃজনশীলের বইগুলো এখনও প্রস্তুত হয়নি। ওইসব বিষয়ের এখন পর্যন্ত কারিকুলাম এবং পাঠ্যক্রমই প্রণয়ন হয়নি। যে কারণে পাঠ্যবইও ছাপা হয়নি।